যুগান্তর

তারিখ ... 10 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ২ ...

লোহাগড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে বদলি বাণিজ্য

সাজ্জাদ হোসেন টিপু, *নড়াইল থেকে*

নড়াইলে লোহাগড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মুসতাক আহম্মদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। নীতিবহির্ভূতভাবে শিক্ষকদের বদলি, স্কেল পরিবর্তনসহ নানাভাবে উৎকোচ আদায়ের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। প্রতিটি বৈধ বদলির ক্ষেত্রে তাকে দিতে হয় কর্মস্থলের দূরত্ব ও শিক্ষক বিবেচনায় ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা। অবৈধ বদলির ক্ষেত্রে রেট আরও বেশি। একটি পদে বদলির জন্য একাধিক শিক্ষকের কাছ থেকে টাকা আদায়েরও অভিযোগ রয়েছে। স্কেল পরিবর্তনে শিক্ষক প্রতি নেয়া হয় ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা। তাছাড়া শিক্ষকদের চাকরি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত কোন ফাইলে স্বাক্ষর করতেও তাকে টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে ফাইল পড়ে থাকে অথবা বলা হয় ফাইল হারিয়ে গেছে। শিক্ষা অফিসারের এসব অনিয়ম-দুর্নীতির অন্যতম সহযোগী তার অফিসের অফিস সহকারী আবদুর রাজ্জাক। তারা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছেন এসব অনিয়ম-দুর্নীতি। বঞ্চিত ও হয়রানির শিকার ভুক্তভোগী শিক্ষকদের মাঝে বিরাজ করছে তীব্র ক্ষোভ। শিক্ষকদের অভিযোগে জানা গেছে, চার শিক্ষকের পদবিশিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বদলির ক্ষেত্রে বিভাগীয় উপ-পরিচালকের অনুমতি নেয়ার নিয়ম থাকলেও উপজেলা শিক্ষা অফিসার মুসতাক আহম্মদ অনুমতি ছাড়াই গত বছরের ৩১ মার্চ মোতাবেক জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে কোন ধরনের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই চরবাসিদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কনিষ্ঠ শিক্ষক শহিদুল্লাহকে আড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এল ডহরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ইমদাদুল হককে আমাদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এগারনলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার বিশ্বাসকে শিয়েরবর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও একই বিদ্যালয় থেকে সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলামকে সোনাদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করেন। এ কারণে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার সৈয়দ আতিয়ার রহমান উপজেলার লাহুড়িয়া বাজারে গণরোষের শিকার হন। এছাড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের লিখিত অনুমতি ছাড়াই পার-মল্লিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নূরজাহান খানমকে চাচই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, কুমড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক প্রদীপ কুমার সরকারকে পার-মল্লিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এল গোবিন্দপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সহকারী শিক্ষক আম্মারা খানমকে জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, সহকারী শিক্ষক লিয়াকত হোসেনকে মাকড়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঘাঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেষণে সংযুক্তি দিয়ে মোটা অংকের টাকা আদায় করেন। তাছাড়া অভিযুক্ত শিক্ষা কর্মকর্তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের বদলি-নির্দেশনা ও নীতিমালা উপেক্ষা করে জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে ঘুষের বিনিময়ে মৌখিক ডেপুটেশন প্রদান করে ব্যাপক অনিয়মের নজির স্থাপন করেছেন।

কর্মস্থলের দূরত্ব বিবেচনায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা নেয়া হচ্ছে

জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে উপজেলার কুমোরডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সঞ্জিত কুমারকে কম্পিউটার অপারেটর ও এল গোবিন্দপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহ সুরুজ মিয়াকে দিয়ে অফিসের বিভিন্ন কাজ করানো হচ্ছে। ফলে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষা অফিসার ২০০৭ সালের পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার জমাকৃত উত্তরপত্র মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই শিক্ষা কমিটির অনুমোদন ছাড়া বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এদিকে শিক্ষা অফিসের প্রধান করণিক সিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে। ওই করণিক শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত গালিগালাজ করা ছাড়াও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সব অবৈধ কাজের সহযোগিতা করছে বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মুসতাক আহম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করে যুগান্তরকে বলেন, কোন কোন শিক্ষক সুবিধা চেয়ে তা না পেয়ে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছেন।